Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue: 54
April–June, 2018

ক্যাশ ওয়াকফ ও বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এ এর অনুশীলন

Cash waqf and its implementation in Islamic banking in Bangladesh

Md. Mesbah Uddin*

ABSTRACT

The Waqf system is a representation of the focus of the Islamic system on humanity and social welfare. People can gain benefits from a specific property designated as waqf for generations. In earlier times, only real estate was usually designated for waqf, which later changed to movable property and even money was saved as waqf, which is currently known as cash waqf. The current article introduces cash waqf, discusses its importance, Shar'i rulings, and its introduction and implementation in Islamic banking in Bangladesh. The article follows the descriptive and analytical method. The article shows that current scholars consider the cash waqf system as one of the prospective tools for welfare propagation. The cash waqf system is quite recent in Bangladesh. Social Islami Bank was the first among the Islamic banks to start the cash waqf account system and it was soon followed by other Islamic banks. The largest bank in the private sector, Islami Bank Bangladesh Limited, is ahead of others in this regard. Considering all, cash waqf is becoming more popular.

Keywords: Bangladesh; Islamic banking; waqf; cash waqf.

সারসংক্ষেপ

ওয়াকফ ব্যবস্থা সামাজিক কল্যাণ ও মানবিকতার প্রতি ইসলামের গুরুত্বারোপের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ওয়াকফের মাধ্যমে যুগের পর যুগ মানুষ উপকার ভোগ করতে পারে। প্রথম পর্যায়ে শুধুমাত্র স্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফের প্রচলন ছিল, পরবর্তীতে স্থাবরের পাশাপাশি অস্থাবর সম্পত্তি এমনকি নগদ অর্থও ওয়াকফ করা শুরু হয়। যা বর্তমানে ক্যাশ ওয়াকফ নামে পরিচিত। অত্র প্রবন্ধে ক্যাশ ওয়াকফ এর

* Md. Mesbah Uddin, Master of Political Science, University of Dhaka, Bangladesh, email: mesbah1980du@gmail.com

পরিচিতি, গুরুত্ব, শরয়ী বিধান বর্ণনার পাশাপাশি বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং-এ এর প্রবর্তন ও অনুশীলন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী শরীয়াহ বিশেষজ্ঞগণ ক্যাশ ওয়াকফকে ইসলামের মানবকল্যাণ বিকশিত করার অন্যতম উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। বাংলাদেশে ক্যাশ ওয়াকফের প্রচলন বেশি দিনের নয়। ইসলামী ব্যাংকিং-এ সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব প্রবর্তন করে। পরবর্তীতে অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকও এ হিসাব চালু করেছে। বেসরকারী খাতে দেশের সর্ববৃহৎ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এই ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় ক্যাশ ওয়াকফ ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে।

মূলশব্দ: বাংলাদেশ; ইসলামী ব্যাংকিং; ওয়াকফ; ক্যাশ ওয়াকফ।

ভূমিকা

ইসলামে সামাজিক ও ধর্মীয় উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হচ্ছে ওয়াক্ফ ব্যবস্থা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলাম তার অনুসারীদের ওপরে যাকাত ও ওশরের মত বিধানকে আবশ্যিক বলে ঘোষণা দিয়েছে। এর সাথে সাথে সাধারণ কিছু দান-সাদাকাকে অনুমোদিত, বিধিবদ্ধ ও উৎসাহিত করেছে। ওয়াক্ফ ব্যবস্থা তারই অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস বাংলাদেশে। এই দেশে ইসলাম আগমনের পর থেকেই প্রাথমিকভাবে মুসলিম ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ও পরবর্তীকালে শাসক কর্তৃক বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ ও ভূমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে ওয়াক্ফ করা হয়। মোগল ও সুলতানী আমলে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি বৃহৎ অংশের আর্থিক দায় বহন করা হতো ওয়াক্ফ দ্বারা। ব্রিটিশ শাসনামলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসহ বিভিন্ন আইনী ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মুসলিমদের ওয়াক্ফ করা বিপুল পরিমাণ ওয়াক্ফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাকিস্তান আমলে ওয়াক্ফ ব্যবস্থাকে পুনর্জীবিত করার বিভিন্ন চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে সম্পদ ওয়াক্ফ করার ধারা প্রচলিত রয়েছে। এ দেশের মুসলিমরা ঐতিহাসিকভাবে সম্পত্তি ওয়াক্ফের সাথে পরিচিত থাকলেও নগদ অর্থ ওয়াক্ফ করার প্রচলন এ দেশে নতুন। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্প্রতি নগদ অর্থ ওয়াক্ফ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ব্যাংকিং পরিভাষায় এর নাম 'ক্যাশ ওয়াক্ফ'। ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাব চালু করেছে। সম্পদ ওয়াক্ফের বিধান নিয়ে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে প্রশ্ন না থাকলেও ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর শরয়ী হুক্ম নিয়ে অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন আছে। সেসব প্রশ্নের উত্তরসহ ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট পরিচালনার শরয়ী নীতিমালা

এবং বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থায় ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রবর্তন ও অনুশীলনের সার্বিক চিত্র বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

ক্যাশ ওয়াক্ফ

ক্যাশ ওয়াক্ফ পরিভাষাটি ক্যাশ ও ওয়াক্ফ শব্দদয় দ্বারা গঠিত। ক্যাশ ইংরেজি শব্দ যার অর্থ নগদ। এখানে মূলত ক্যাশ বলতে নগদ অর্থ বা মুদ্রা বুঝানো হচ্ছে। আর ওয়াক্ফ একটি সুপরিচিত আরবী-ইসলামী পরিভাষা। ক্যাশ ওয়াকফ সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে ইসলামের ওয়াকফ ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ওয়াক্ফ

ওয়াক্ফ শব্দটি আরবী "وَقْف" শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণায়িত রূপ। এর আভিধানিক অর্থ হলো, حَبَسَ বা আটক রাখা, বন্দী করা, বের হতে না দেয়া, থেমে থাকা, অবস্থান করা, ধরে রাখা, কবজা করা (مَسَكٌ), হাঁটা থেকে থামা, দাঁড়িয়ে থাকা ও অবস্থান করা, ইত্যাদি। (Ibn Manzūr 1956, 9/359; Qal'ajī & Qunaibī 1988, 1/174; Ibn Fāris 1979, 6/103; Al-Zabīdī 1385H, 6165; Mustafa et. al. 2004, 2/1051; Fazlur Rahman 2015, 1137)

ওয়াক্ফ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

শরীয়তের পরিভাষায় ওয়াকফের সংজ্ঞায় আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা বর্ণনা করা হলো:

ক. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর দৃষ্টিতে ওয়াক্ফ হলো:

حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة.

কোন বস্তুকে ওয়াক্ফকারীর মালিকানায় রেখে এর উপযোগকে দান করা। (Ibn al-Humām 1415H, 6/186)

এ মত অনুযায়ী কোন সম্পত্তি ওয়াকফ করলে তা ওয়াকফ অবস্থায় বহাল রাখা আবশ্যক হবে না এবং উক্ত সম্পত্তিতে মালিকের মালিকানাও নিঃশেষ হবে না। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে মালিকানা নিঃশেষ হতে পারে, যেমন সম্পত্তি মসজিদের জন্য ওয়াকফ করলে অথবা তা আবশ্যক হওয়ার বিষয়ে বিচারক সিদ্ধান্ত প্রদান করলে অথবা যদি ওয়াকফকারী তার মৃত্যুর সাথে ওয়াকফকে সম্পৃক্ত করে। যেমন এভাবে বলে, আমার মৃত্যুর পর এ ঘরটি অমুক কাজের জন্য ওয়াকফ করলাম। (Al-Margīnānī 1410H, 3/15; Al-Sarakhsī 2013, 12/31; Al-Kāsānī ND, 6/218)

তবে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে,

حبس العين على حكم ملك الله تعالى.

কোন বস্তুকে আল্লাহর মালিকানায় দিয়ে দেয়া। (Ibn Nuzaim 2002, 5/202)

অর্থাৎ কোন বস্তুকে আল্লাহর মালিকানায় এমনভাবে দিয়ে দেয়া যে, এর উৎপাদন ও উপযোগ বান্দাদের নিকটই প্রত্যানীত হবে অর্থাৎ-এর উৎপাদন ও উপযোগ দ্বারা তারাই উপকৃত হবে। তাঁদের মতে ওয়াক্ফ সম্পাদন করার সাথে সাথেই তা অপরিহার্য হয়ে যায়। কাজেই তা আর বিক্রয় করা যায় না, হেবা করা যায় না এবং উত্তরাধিকার হিসাবেও বণ্টন করা যায় না। (*Al-Fatāwa al-Hindiyyah* 1406H, 2/350; Al-Sarakhsī 2013, 12/31; Al-Margīnānī 1410H, 3/15)

খ. মালিকী ফকীহগণের দৃষ্টিতে ওয়াক্ফ হলো:

جعل منفعة مملوك ولو بأجرة، أو غلته لمستحق، بصيغة مدة ما يراه المحبّس.

ওয়াকফকারীর ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ পূর্বক প্রকৃত হকদারকে কোন বস্তুর উপযোগ অথবা তার উৎপাদন প্রদান করা, যদিও তা বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে হয়। (Al-Dardīr 1989, 2/297)

এ সংজ্ঞাটি মালিকী মাযহাবের এ নীতির আলোকে প্রদত্ত হয়েছে যে, ওয়াকফের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী মালিকানা প্রদান শর্ত নয়। সুতরাং এ মাযহাবের দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যও ওয়াকফ করা যায় এবং মেয়াদ শেষে এর মালিকানা পুনরায় ওয়াকফকারীর ওপর প্রত্যানীত হয়। চিরস্থায়ী মালিকানা প্রদান শর্ত না হওয়ার আবশ্যিক দাবি হলো, ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ওয়াকফকারীর মালিকানায় বহাল থাকে। (Al-Dardīr 1989, 2/297)

গ. শাফিয়ী ও হাম্বালী মাযহাবের আলিমগণের দৃষ্টিতে ওয়াকফ হলো:

تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة

মূল সম্পদ নিয়ন্ত্রণে রেখে এর ফল (উপকারিতা) উৎসর্গ করা। (Al-Bahūtī 1993, 4/240; Ibn Qudāmah 1421H, 228)

ওয়াকফ-এর এ সংজ্ঞাটি অন্যান্য সংজ্ঞা থেকে ব্যাপক; এতে ওয়াকফ আবশ্যক নাকি শুধুমাত্র বৈধ? ওয়াকফকৃত সম্পদের মালিকানা কার? ইত্যাকার প্রশ্নসহ ওয়াকফ সংশ্লিষ্ট গৌণ বিধি-বিধানের ব্যাপারে মতভেদ তৈরির সুযোগ থাকে না। এ কারণে আমরা ওয়াকফ-এর সংজ্ঞা হিসেবে এটিকে প্রাধান্য দিতে পারি। এ প্রাধান্যের পিছনে যুক্তিসমূহ নিম্নরূপ:

ক. এ সংজ্ঞাটি ওয়াকফ-এর মূলনীতি সম্পর্কে মহানবী সা.-এর বাণীর হুবহু প্রতিধ্বনি। উমার রা-এর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا "তুমি ইচ্ছা করলে জমিটি ওয়াকফ করে তার উৎপন্ন ফসল সাদকা করতে পার।" (Al-Bukhārī 2003, 2/297, 2772)

খ. সংজ্ঞায় ওয়াকফ-এর প্রকৃত প্রকৃতি তুলে ধরা হয়েছে। যাতে মতপার্থক্য করার সুযোগ নেই।

গ. সংজ্ঞায় বর্ণিত দুটি বিষয় তথা 'সম্পদের নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষণ' ও 'এর উপযোগীতা দান করা' সম্পর্কে আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কেননা ইসলামী আইন প্রণেতাগণ ওয়াকফের সংজ্ঞায় এ ব্যাপারটি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন যে, ওয়াকফকৃত সম্পদে উপকারভোগী কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তার থেকে শুধু উপকার ভোগ করতে পারবে। কেননা মূল সম্পদের উপর কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ জায়েয নেই, এই জন্য তা বিক্রিও করা যায় না, বন্ধকও রাখা যায় না, হেবা করা যায় না বা মিরাছের ভিত্তিতে বণ্টনও করা যায় না (Abu Zahra 1976, 39)।

এ মতপার্থক্য মূলত ওয়াকফের প্রকৃতি, ধরন ও সংশ্লিষ্ট কিছু বিধানে মতপার্থক্যের কারণে সৃষ্ট। যেমন কোন সম্পত্তি ওয়াকফ করলে তা ওয়াকফ অবস্থায় বহাল রাখা আবশ্যক হবে কি না, ওয়াফকৃত সম্পত্তি থেকে ওয়াকফকারীর মালিকানা নিঃশেষ হবে কি না, ওয়াকফের মেয়াদ সাময়িক নাকি চিরস্থায়ী? হানাফী মাযহাবের ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ, মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের দৃষ্টিতে কোন সম্পত্তি ওয়াকফ করলে তা ওয়াকফ অবস্থায় বহাল রাখা আবশ্যিক হবে বিধায় ওয়াকফকারী ওয়াকফ বাতিল করতে পারবে না। তবে ইমাম আবূ হানীফার মতে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া ওয়াকফ বহাল রাখা আবশ্যিক নয়। ওয়াফকৃত সম্পত্তি থেকে ওয়াকফকারীর মালিকানা নিঃশেষ হবে কি না এর বিধানে ইমাম আবু হানীফা ও মালিকী ফকীহগণের মত হলো, ওয়াকফকারীর মালিকানা নিঃশেষ হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, শাফিয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণের মতে ওয়াকফকারীর মালিকানা নিঃশেষ হয়ে যাবে। ওয়াকফের মেয়াদ সাময়িক নাকি চিরস্থায়ী এ প্রশ্নে ইমাম আবূ হানীফা ও মালিকী ফকীহগণ মনে করেন, ওয়াকফের মেয়াদ সাময়িকও হতে পারে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, শাফিয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণের দৃষ্টিতে ওয়াকফ সাময়িক হতে পারে না চিরস্থায়ী হতে হবে। (Al-Margīnānī 1410H, 3/15; Al-Sarakhsī 2013, 12/31; Al-Kāsānī ND, 6/218; Al-Ṭaḥāwī 3/369; Ibn 'Abd al-Bar 1407H, 536; Al-Dardīr 1989, 2/297; Al-Shāfi'ī 1409H, 4/71; Al-Māwardī 1414H, 7/511; Ibn Qudāmah 1968, 8/187; Al-Mardāwī 1377H, 16/518)

ক্যাশ ওয়াকফ

ক্যাশ ওয়াকফ বলতে মূলত নগদ অর্থ ওয়াকফ করাকে বুঝায়। ফিকহের প্রাচীন কিতাবসমূহে ক্যাশ ওয়াকফের বিধান নিয়ে আলোচনা করা হলেও এর কোন গ্রন্থাবদ্ধ সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। তবে সমসাময়িক অনেকেই ক্যাশ ওয়াকফের সংজ্ঞা দেয়ার প্রয়াস নিয়েছেন। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

মুহাম্মদ লিবা ও মুহাম্মদ ইবরাহীম নুকাশী বলেন:

حبس النقود وتسبيل منفعته المتمثلة في الأرباح الناتجة عن استثماره

অর্থের মালিকানা বজায় রেখে বিনিয়োগ করার মধ্য দিয়ে যে মুনাফা অর্জিত হয় তা উৎসর্গ করা। (Libā & Nuqāshī 2009, 3)

এ সংজ্ঞাটির একটি সীমাবদ্ধতা হলো, এটি ক্যাশ ওয়াকফকে বিনিয়োগের শর্ত যুক্ত করেছে এবং অন্যান্য সব ধরন যেমন কর্জে হাসানাকে ক্যাশ ওয়াকফ বহির্ভুত গণ্য করেছে।

ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার একটি উক্তি থেকেও ক্যাশ ওয়াকফের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। তিনি বলেন:

وقف الرجل مبلغا من الدراهم والدنانير ويجعله قراضا يعاد ربحها على الموقوف عليه مع بقاء أصل المال عاملا في القراض.

কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট দিনার বা দিরহাম ওয়াকফ পূর্বক তা কিরাদ-এ (লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব ব্যবসায়) বিনিয়োগ করবে এই শর্তে যে, এর মুনাফা যার জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং মূলধন ব্যবসায়ে অবশিষ্ট থাকবে। (Mawāfī 1993, 905)

তাঁর এ উক্তিকে ক্যাশ ওয়াকফের সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে কয়েকটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন-

ক. ক্যাশ ওয়াকফকে বিনিয়োগের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে।
খ. বিনিয়োগের মাত্র একটি ধরনের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।
গ. ক্যাশ ওয়াকফের অন্যান্য ধরন উল্লেখ করা হয়নি।

শাওকী আহমদ দিনয়া বলেন:

الوقف النقدي: المقصود بذلك وقف النقود بكل مفرداتها وأنواعها، وهكذا فإن الوقف النقدي هو الوقف الذي يكون الموقوف فيه مالاً نقديًا.

ক্যাশ ওয়াকফ দ্বারা উদ্দেশ্য, যে কোন ধরন ও প্রকৃতির ও এককের নগদ অর্থ ওয়াকফ করা। একইভাবে ওয়াকফকৃত সম্পদ নগদ সম্পদ হলে তাও ক্যাশ ওয়াকফ। (Dinyā 2001, 511)

এ সংজ্ঞাটি অপূর্ণ। কেননা এতে ক্যাশ ওয়াকফের কোন ধরন বা কর্মকৌশলের ইঙ্গিত দেয়া হয়নি।

মুহাম্মদ সালেম আব্দুল্লাহ বাখদার ক্যাশ ওয়াকফের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস নিয়েছেন। তিনি বলেন:

حبس مبالغ نقدية للقرض الحسن أو للاستثمار المباح شرعا وصرف الأرباح المتحققة حسب شرط الواقف أو في مجالات خيرية.

কর্জে হাসান প্রদান অথবা ওয়াকফকারীর শর্ত মোতাবেক বা দাতব্য ক্ষেত্রে লভ্যাংশ ব্যয়ের উদ্দেশ্যে শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য নগদ অর্থ ওয়াকফ করা। (Bakhdar 2017, 47)

এ সংজ্ঞাটির কয়েকটি দিক রয়েছে। যেমন-

- কর্জে হাসান প্রদান দ্বারা উদ্দেশ্য ওয়াকফকৃত অর্থ ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিনিময়হীন ঋণ হিসেবে প্রদান;
- শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ দ্বারা ওয়াকফকৃত সম্পদ ইসলামী শরীয়াতে বৈধ যে কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে;
- নগদ অর্থ ওয়াকফ করা দ্বারা যে কোন ধরনের বৈধ মুদ্রা বা মুদ্রায় রূপান্তর যোগ্য সার্টিফিকেট যেমন চেক, শেয়ার ইত্যাদি উদ্দেশ্য;
- ওয়াকফকারীর শর্ত বলতে যদি ওয়াকফকারী তার ওয়াকফকৃত সম্পদের উপযোগ বা লভ্যাংশ ব্যয়ের কোন ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেন বা এ বিষয়ে কোন শর্তারোপ করেন তাকে বুঝানো হয়েছে।
- দাতব্য ক্ষেত্র দ্বারা উদ্দেশ্য ওয়াকফকারী যদি কোনরূপ শর্তারোপ না করেন তবে ওয়াকফ পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে জনহিতকর যেকোন ক্ষেত্রে তা ব্যয় করা যাবে। (Ibid, 47)

ইসলামী শরী'আহ্তে ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর বিধান

ক্যাশ ওয়াকফ মূলত অস্থাবর সম্পত্তির একটি ধরন। এ কারণে ক্যাশ ওয়াকফের বিধান অবগত হওয়ার জন্য ইসলামী ফিকহে অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফের বিধান জানা প্রয়োজন। স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করার ব্যাপারটি ইসলামী শরীয়াতে সুস্পষ্ট। স্থাবর সম্পদের মত অস্থাবর সম্পদ যেমন যুদ্ধের ঘোড়া, অস্ত্র এবং টাকা পয়সা, মুদ্রা ও নোট ওয়াক্ফ করা বৈধ কিনা তা নিয়ে ফিকহের ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে ফকীহগণের বক্তব্য নিম্নরূপ:

এক: যেসব অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করা যায় এবং বিদ্যমান রেখে তা থেকে উপকৃত হওয়া যায় তা ওয়াকফ করা বৈধ। যেমন যুদ্ধাস্ত্র, গোলাম ইত্যাদি। অতএব এ মতের আলোকে যেসব সম্পত্তি বজায় রেখে তার উপকার ভোগ করা যায় না তা ওয়াকফ করা যায় না। এটি মালিকী (Al-Kharashi ND, 2/205; Al-Dusūqī ND, 4/77), শাফিয়ী (Al-Sharbīnī 2006, 3/525) ও হাম্বলী (Ibn Muflih 1997, 5/152; Ibn Qudāmah 1421H, 6/36) মাযহাবের জমহুরের মত।

দুই: শর্তসাপেক্ষে অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করা বৈধ। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে ওয়াকফকৃত স্থাবর সম্পত্তিতে বিদ্যমান অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করা বৈধ (Ibn 'Ābidīn 1410H, 4/361; Ibn al-Humām 1415H, 6/216; Al-Margīnānī 1984, 3/17) যেমন বিদ্যমান অস্থাবর কোন সম্পত্তি সহকারে ভূমি ওয়াকফ করা। এক্ষেত্রে ভূমি মূল ওয়াকফ এবং বিদ্যমান অস্থাবর সম্পত্তি তার অনুগামী হিসেবে গণ্য হবে। তাঁরা আরও মনে করেন যুদ্ধাস্ত্র এবং

ঘোড়াও ওয়াকফ করা বৈধ (Al-Kāsānī ND, 6/220)। এ ব্যাপারে ইমাম ইবন হায্মও তাঁদের সাথে একমত পোষণ করেছেন (Ibn Ḥazm ND, 8/149)। ইমাম মুহাম্মদ মনে করেন, অস্ত্র ও ঘোড়ার পাশাপাশি মানুষ সচরাচর যেসব বিষয় ব্যবহার করে তাও ওয়াকফ করা বৈধ (Al-'Ainī 2000, 7/437)।

তিন: অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ বৈধ নয়, বরং ওয়াকফ স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হবে। এটি ইমাম আবু হানীফার অভিমত (Al-Margīnānī 1984, 3/17; Al-Kāsānī ND, 6/220); তাছাড়া ইমাম মালিক (Al-Bājī 1332H,6/122) ও আহমাদ (Ibn Muflih 1997, 5/154) থেকে বর্ণিত একাধিক মতের একটি।

উপর্যুক্ত মতপার্থক্যকে সামনে রেখে ক্যাশ ওয়াকফের বিধানের ব্যাপারে ফকীহগণের মতামতকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:

প্রথমত- সামগ্রিকভাবে ক্যাশ ওয়াকফ অবৈধ

এটি হানাফী মাযহাবের পূর্বসূরী ইমামগণ যেমন আবু হানীফা, আবু ইউসুফ (Ibn Nuzaim 2002, 5/218) এবং উত্তরসূরীদের মধ্য থেকে আল-বারকালী [৯২৯-৯৮১হি.] (Dīrshūwi 2013, 30); মালিকী মাযহাবের ইবনুল হাজিব ও শাস (Al-Hattāb 1995, 6/22); শাফিয়ীগণের মাযহাবী অভিমত (Al-'Imrānī 2000, 8/62); হাম্বলী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত (Al-Mardāwī 1377H, 7/11) এবং ইবন হায্ম আয-যাহিরীর বক্তব্য (Ibn Ḥazm ND, 8/149)।

ফাতওয়া হিন্দিয়্যায় বলা হয়েছে:

وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالاتلاف، كالذهب والفضة والمأكول والمشروب فغير جائز في قول عامة الفقهاء، والمراد بالذهب والفضة : الدراهم والدنانير وما ليس بحلي.

যে বস্তু নিঃশেষ করা ব্যতীত তার উপকার ভোগ করা যায় না যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি ওয়াকফ করা অধিকাংশ আলিমের মতে অবৈধ; এখানে স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা উদ্দেশ্য দীনার ও দিরহাম, অলংকার নয়। (Al-Fatāwa al-Hindiyyah 1406H, 2/362)

ইমাম খারাশী বলেন:

أن المثلى كان طعاما أو نقدا هل يصح وقفه أم لا فيه تردد ... وقال ابن الحاجب وابن شاس لا يجوز وقف ذلك، لأن منفعته في استهلاكه والوقف إنما ينتفع به مع بقاء عينه.

সাদৃশ্যমূলক বস্তু খাদ্য হোক বা নগদ অর্থ হোক তা ওয়াকফ করা যাবে কি না এ প্রশ্নে মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনুল হাজিব ও শাস বলেন, বৈধ হবে না, কেননা এগুলো থেকে

উপকার পেতে হলে তা নিঃশেষ হয়ে যায়, অথচ ওয়াকফের দাবি হলো মূলবস্তু বিদ্যমান রেখে তা থেকে উপকার লাভ করা। (Al-Kharashi ND, 7/80)

ইমাম গাযালী শাফিয়ী মাযহাবের দৃষ্টিতে ওয়াফকৃত বস্তুর শর্তের বর্ণনায় বলেন:

وشرطه أن يكون مملوكا معينا تحصل منه فائدة أو منفعة مقصودة دائمة مع بقاء الأصل... وقولنا مقصودة احترزنا به عن وقف الدراهم والدنانير.

এর শর্ত হলো, তা নির্দিষ্ট বস্তু হবে যার মূল মালিকানা বজায় রেখে অভীষ্ট উপকার বা উপযোগিতা অর্জিত হবে। ...অভীষ্ট উপকারিতা বাক্য দ্বারা দীনার দিরহাম ওয়াকফ করার বিধানকে পৃথক করা হয়েছে। (Al-Gazzālī 1417H, 4/339)

হাম্বালী মাযহাবের মারদাভী রহ. বলেন:

إذا وقف الأثمان فلا يخلو إما أن يقفها للتحلي والوزن، أو غير ذلك، فإن وقفها للتحلي والوزن، فالصحيح من المذهب أنه لا يصح ... وإن وقفها لغير ذلك لم يصح على الصحيح من المذهب.

যদি পণ্যের মূল্য (নগদ অর্থ বা স্বর্ণ ও রৌপ্য) ওয়াকফ করে তবে এর দুটি অবস্থা হতে পারে, অলংকার ও পরিমাপক হিসেবে ব্যবহারের জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে। যদি অলংকার ও পরিমাপক হিসেবে ব্যবহারের জন্য ওয়াকফ করা হয়, মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তা শুদ্ধ হবে না। পক্ষান্তরে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করলে মাযহাবের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তাও শুদ্ধ হবে না। (Al-Mardāwī 1377H, 7/11)

দলীল প্রমাণ

উক্ত মত পোষণকারীগণ তাদের মতের পক্ষে যেসব যুক্তি প্রমাণ পেশ করেন তা নিম্নরূপ:

১. ওয়াকফ শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত ওয়াকফকৃত বস্তুর স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকা। কিন্তু নগদ অর্থ থেকে উপকার গ্রহণ করতে হলেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। উমার বিন খাত্তাব রা. যে ওয়াকফ করেছিলেন তা ছিল স্থায়ী সম্পদ। অস্ত্র ও ঘোড়া ওয়াকফের বিষয়টি সরাসরি নস থেকে প্রতীয়মান বিধায় তা বৈধ। মৌলিকভাবে এগুলো ওয়াকফ বৈধ নয়। (Al-Kāsānī ND, 6/220; Al-'Ainī 2000, 7/441; Al-Juwaynī 2007, 8/348; Ibn Muflih 1997, 5/154)

২. ক্যাশ ওয়াকফ নিষিদ্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ, ক্যাশ নিঃশেষ করা ছাড়া এ থেকে উপকার গ্রহণ করা যায় না, অথচ ওয়াকফ বলা হয় মূলবস্তু বজায় রেখে এর উপযোগিতা দান করা। ক্যাশ ওয়াকফের মধ্যে এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয় না। (Al-'Ainī 2000, 7/441)

৩. আলিমগণ ওয়াকফকে সাদকা জারিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন মৃত্যুর পরেও যার সওয়াব অব্যাহত থাকে। এখানে জারিয়া বা প্রবহমান দ্বারা উদ্দেশ্য এমন বস্তু দান করা যার মূল বজায় রেখে উপকার আবর্তিত হবে এবং এ আবর্তনের

ফলে দানকারীর হিসাবে পুণ্য যুক্ত হতে থাকবে। কিন্তু ক্যাশ তেমনটি নয়। কেননা মূলস্বত্ব বজায় রেখে এর ব্যবহার সম্ভব নয়। (Hubbullah 2011, 226)

৪. ক্যাশ বা নগদ অর্থ অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য; আর নস দ্বারা সাব্যস্ত ছাড়া কোন অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করা বৈধ নয়। (Shaikhī Zādah 1998, 2/579)

৫. মহানবী সা, সাহাবী ও সালফ সালিহীনের সময়ে ক্যাশ ওয়াকফ পরিচিত ছিল না। এ কারণে ইমাম আহমদ রহ. বলেন,[১] "নগদ সম্পদ ওয়াকফের কোন ইতিহাস আমার কিছু জানা নেই। রাসূলুল্লাহ সা-এর সাথীগণ যে ওয়াকফ করেছেন তার আলোকে ওয়াকফ মূলত বাড়ি ও ভূমিতে সীমিত। নগদ অর্থ ওয়াকফ করার বিষয়ে আমি একেবারেই কিছু অবগত নই।" (Al-Hkallāl 1994, 71)

দ্বিতীয়ত- ক্যাশ ওয়াকফ বৈধ তবে মাকরুহ

এটি মালিকী মাযহাবের একদল ফকীহের মত। যেমন ইবন রুশদ আল-জাদ্দ বলেন:

بخلاف الدنانير والدراهم إنها ترجع بانقراض المحبس عليه إلى المجلس ملكا، لأن الدنانير والدراهم يضمنها المحبس عليه ويكره تحبيسها.

দীনার ও দিরহামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা যে ব্যক্তির জন্য ওয়াকফ করা হয়, সে অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এর মালিকানাস্বত্ব ওয়াকফকারীর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়। কেননা, দীনার ও দিরহাম যার জন্য ওয়াকফ করা হয় সে তা জামানাত হিসেবে গ্রহণ করে এবং তা ওয়াকফ করা মাকরুহ। (Ibn Rushd al-Jadd 1988, 12/188)

তবে এ মতের পক্ষে কোন দলীল প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তৃতীয়ত সমাজে প্রচলিত থাকলে ক্যাশ ওয়াকফ বৈধ

কোন সমাজে ক্যাশ ও অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করার রীতি প্রচলিত থাকলে সেখানে ক্যাশ ওয়াকফ বৈধ। হানাফী মাযহাবের ইমাম মুহাম্মদ রহ. এ মত পোষণ করেন। তাঁর এ মতই হানাফী মাযহাবের মাযহাবী সিদ্ধান্ত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। (Al-Margīnānī 1410H, 3/17; Ibn 'Ābidīn 1984, 3/363)

ইবন আবিদীন বলেন:

আমাদের সময়ে রোমান ও অন্যান্য সাম্রাজ্যে দীনার ও দিরহাম ওয়াকফের যে রীতি আছে তা ইমাম মুহাম্মাদের সমাজে প্রচলিত অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পর্কিত যে বক্তব্যের ভিত্তিতে মাযহাবী সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত। (Ibn 'Ābidīn 1984, 3/363)

---

[১] لا أعرف الوقف في المال، إنما الوقف في الدور والأرضين على ما أوقف أصحاب النبي ص ولا أعرف وقف المال بتة

চতুর্থত সাজসজ্জার জন্য দীনার ও দিরহাম ওয়াকফ করা বৈধ

এটি শাফিয়ী মাযহাবের একটি অভিমত। আল-মাওয়ারদী বলেন:

> وقف الدراهم والدنانير لا يجوز وقفها لاستهلاكها فكانت كالطعام ... وأما وقف الحلي فجائز لا يختلف لجواز إجارته، أو إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه.
>
> দীনার ও দিরহাম নিঃশেষ হয়ে যায় এমন কাজের জন্য ওয়াকফ করা জায়েয নয়, এ ক্ষেত্রে তা খাদ্যের মত। তবে (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা তৈরি) অলংকার ওয়াকফ করা বৈধ, কেননা তা ভাড়ায় আদান প্রদান ও অস্তিত্ব বজায় রেখে তা থেকে উপকার গ্রহণ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেননি। (Al-Māwardī 1414H, 7/519)

পঞ্চমত ক্যাশ ওয়াকফ বৈধ

এটি হানাফী মাযহাবের ইমাম যুফার ও তার সাথী মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী (Al-Tarābilasī 1981, 26; Shaikhī Zādah 1998, 2/580), মালিকী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য (Zarqānī 2002, 7/138), শাফিয়ী মাযহাবের একটি (Al-Nawawī 1991, 5/315), হাম্বলী মাযহাবের একটি (Ibn Muflih 1997, 5/156), বিশিষ্ট তাবিঈ ইমাম যুহরী (Al-Bukhārī 2002, 686), ইমাম বুখারী (Ibid) প্রমুখের অভিমত। ইমাম ইবন তাইমিয়া (Ibn Taymiyyah 1995, 31/234) এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

যুক্তি প্রমাণ

এ মত পোষণকারীগণ যেসব দলীল পেশ করেন তা নিম্নরূপ:

১. ওয়াকফ ও ক্যাশ ওয়াকফের বিধান একই। ওয়াকফ বৈধ হওয়ার যেসব দলীল প্রমাণ রয়েছে তার মধ্যে ক্যাশ ওয়াকফও অন্তর্ভুক্ত হয়। কেননা ক্যাশ ওয়াকফ নিষিদ্ধ বা অবৈধ হওয়ার কোন দলীল নেই।

২. নসে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি তথা ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্রের সাথে ক্যাশকে তুলনা করা যায়। কেননা উভয়ই অস্থাবর সম্পত্তি। তাছাড়া এতে ওয়াকফের উদ্দেশ্য তথা দুনিয়ায় উক্ত সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়া এবং ওয়াকফকারীর আখিরাতে পুণ্যের অধিকারী হওয়া অর্জিত হয়।

৩. ক্যাশ নিঃশেষ না করে তা থেকে উপকৃত হওয়া যায়। কেননা ক্যাশের মৌলিকত্ব হলো মূল্য, স্বয়ং মুদ্রা নয়। ক্যাশ ঋণ প্রদান করলে বা বিনিয়োগ করলে এর মূল্য ও মালিকানা বজায় থাকে নিঃশেষ হয়ে যায় না, পক্ষান্তরে যার জন্য ওয়াকফ করা হয় তিনি এ থেকে উপকার অর্জন করতে পারেন।

৪. বর্তমান যুগের ক্যাশ স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরি নয়, বরং কাগুজে বা সাধারণ ধাতবের মুদ্রা মাত্র। সুতরাং স্বর্ণ ও রৌপ্য যেমন নিঃশেষ না করে ব্যবহার

করা কষ্টকর ছিল সে অবস্থা বর্তমানের কাগুজে মুদ্রায় নেই। বরং এর মূল্যমান ঠিক রেখে তা থেকে উপকার ভোগ করা সম্ভব। (Ibn al-Humām 1415H, 6/219; Ibn ‘Ābidīn 1984, 4/364; Al-Haddād 2006, 35)

অগ্রাধিকার

ক্যাশ ওয়াকফের বিধান সম্পর্কে উপরিউক্ত বক্তব্য ও দলীল প্রমাণ পর্যালোচনান্তে বলা যায়, ক্যাশ ওয়াকফ বৈধ। কেননা-

১. ক্যাশ ওয়াকফ বৈধ দাবিদারগণের দলীল প্রমাণ শক্তিশালী। তাছাড়া এটি অবৈধ হওয়ার কোন দলীল প্রমাণ নেই।

২. শরীয়াতের আর্থিক লেনদেনের সাধারণ নীতি হলো, যদি কোন লেনদেন শরীয়াতের দলীলের ভিত্তিতে অবৈধ প্রমাণিত না হয় তবে তা বৈধ হিসেবে গণ্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও ক্যাশ ওয়াকফ বৈধ হিসেবে বিবেচিত।

৩. এমন কোন ফিকহী মাযহাব নেই যে মাযহাবের সকলেই ক্যাশ ওয়াকফ অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। বরং প্রত্যেক মাযহাবের কেউ না কেউ একে বৈধ বলেছেন।

৪. এটি ওয়াকফের মূলনীতি তথা ‘ওয়াকফকৃত বস্তুর অস্তিত্ব বজায় রেখে তার উপকার বিলানো’ এর সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকৃতিগত দিক থেকে ক্যাশের মৌলিকত্ব হলো মূল্য কেন্দ্রীক বস্তু নয়; ক্যাশ ওয়াকফের ক্ষেত্রে অর্থের মূল্য ঠিক রেখে তা থেকে উপকার গ্রহণ করা হয়।

৫. ক্যাশ ওয়াকফ ইসলামী শরীয়াতের উদ্দেশ্য তথা মাকাসিদুশ শরীয়াহ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা এর সুফল ভোগ করে সমাজের অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী। তারা করজে হাসান বা ক্ষুদ্র-মাঝারি বিনিয়োগের মাধ্যমে এ থেকে উপকৃত হয়।

৬. আধুনিক আলিম-ফকীহগণ ও ফিকহ বোর্ডসমূহ ক্যাশ ওয়াকফ বৈধ হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। যেমন ও আই সি-এর অধীনস্ত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফিকহ একাডেমী ১৪২৫ হিজরীর ১৪-১৯ মুহাররম (৬-১১ মার্চ, ২০০৪ সাল) তারিখে ওমানের রাজধানী মাসকাটে অনুষ্ঠিত একাডেমির ১৫তম অধিবেশনের ১৪০ (৬/১৫) নং সিদ্ধান্তে ক্যাশ ওয়াকফ-এর বৈধতা ঘোষণা করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে:

> وقف النقود جائز شرعاً، لأن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها.

নগদ অর্থ ওয়াকফ করা শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ। কারণ ওয়াকফ-এর শরয়ী উদ্দেশ্য হলো, “মূলধনকে অক্ষত রাখা ও এ থেকে অর্জিত উপকারকে ব্যাপক করা” এ উদ্দেশ্য ক্যাশ ওয়াকফের মাধ্যমে অর্জিত হয়। কেননা নগদ অর্থ বা মুদ্রা নির্দিষ্ট

করলেও তা নির্দিষ্ট হয় না; বরং তার সমমানের অন্য কোন মুদ্রা তার সমপর্যায়ের গণ্য হয়।" (IIFA 2004)

১৯৯৫ সালে জেদ্দায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রকাশিত প্রফেসর ড. এম এ মান্নান কর্তৃক রচিত "Structural Adjustment and Islamic Voluntary Sector with special Reference to Awqaf in Bangladesh" শীর্ষক একটি গবেষণাপত্রে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামে ক্যাশ ওয়াক্ফ স্বীকৃত। মিসরে অটোম্যান যুগেও এর ব্যবহার সনাক্ত করা যায়। ওয়াক্ফ প্রশাসনের ক্ষেত্রে তুরস্কের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। গবেষণায় দেখা যায় তুরস্কে ক্যাশ ওয়াক্ফ আর্থিক ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সমাজের সচ্ছল ও বিত্তশালীদের সঞ্চয়ের একটি অংশ দিয়ে ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট ক্রয় করে বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষা ও মানবিক সেবামূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করার একটি আদর্শ মাধ্যম হিসেবে যুগে যুগে ব্যবহৃত হয়ে আসছে (SIBL 2015, 17)।

ক্যাশ ওয়াকফের ঐতিহাসিক বিবর্তন

ক্যাশ ওয়াকফ মূলত ইসলামের ওয়াকফ ব্যবস্থার একটি ধরন। মহানবী সা. এর যুগে এ ওয়াকফের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি। তবে পরবর্তী যুগে এ ওয়াকফ নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও বাস্তব প্রয়োগের কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। নিম্নে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো:

তাবিয়ীগণের যুগে ক্যাশ ওয়াকফ

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাবিয়ীগণের যুগে তথা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দিতে সর্বপ্রথম নগদ অর্থ ওয়াকফ বিষয়ক আলোচনা পর্যালোচনা সংঘটিত হয়। ইমাম যুহরী রহ. থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন:

باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت وقال الزهري في من جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين قال ليس له أن يأكل منها

পরিচ্ছেদ: জীবজন্তু, ঘোড়া, মাল সম্পদও স্বর্ণ-রৌপ্য (বা নগদ অর্থ) ওয়াক্ফ করা সংক্রান্ত"। ইমাম যুহরী (রহ.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাহে এক হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ওয়াক্ফ করে তার এক ব্যবসায়ী গোলামকে (এ শর্তে) ব্যবসা করতে দিল এবং সে (তা দ্বারা ব্যবসা করে) এর লভ্যাংশ ফকীর, মিসকীন ও আত্মীয় স্বজনদের উদ্দেশ্যে সাদাকার জন্য নির্দিষ্ট করে দিল। এমতাবস্থায় ওয়াক্ফকারী ব্যক্তি এই হাজার দিনারের লভ্যাংশ থেকে মিসকীনদের মধ্যে সাদাকা না করে একটুও খেতে পারে কি? ইমাম যুহরী (রা.) বললেন না; সেটা তার জন্য খাওয়া জায়েয হবে না (Al-Bukhārī 2002, 686)।

এ বক্তব্য থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কেউ একজন একহাজার দীনার আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে তার গোলামকে ব্যবসায়ের জন্য প্রদান করে অর্থাৎ বিনিয়োগ করে এই শর্তে যে, এর লভ্যাংশ ফকীর, মিসকীন ও আত্মীয়দের জন্য নির্ধারিত থাকবে। এখানে ইমাম বুখারী সাদাকাহ (صدقة) শব্দ দ্বারা মূলত ওয়াকফকে বুঝিয়েছেন এবং সামিত (الصامت) দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্য তথা ক্যাশ উদ্দেশ্য নিয়ে এর ওয়াকফের বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন।

ফিকহী গ্রন্থাবলি রচনার যুগ

ইমাম যুহরী পরবর্তী সময়ে ফিকহী গ্রন্থ প্রণয়নের যুগে এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা হয়। এ প্রসংগে হানাফী মাযহাবের ইমাম যুফার রহ. এর ফাতওয়া সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর অন্যতম সতীর্থ আল-আনসারীর দীনার দিরহাম, খাদ্যদ্রব্য, যা পরিমাপ করা হয় তা ওয়াকফ করা বৈধ কি না প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন: হ্যাঁ। অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হয় কিভাবে? উত্তরে তিনি বলেন:

يدفع الدراهم مضاربة، ثم يتصدق بفضلها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال وما يوزن يباع فيدفع ثمنه مضاربة.

দিরহাম মুদারাবায় (লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ) প্রদান করা হবে, অতঃপর যে উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করা সে খাতে এর লভ্যাংশ ব্যয় করা হবে। পক্ষান্তরে যেসব বস্তু ওযন করে পরিমাপ করতে হয় (যেমন শস্য ইত্যাদি) তা বিক্রয় করে তার মূল্য মুদারাবায় বিনিয়োগ করতে হবে। (Mullā Khosrū ND, 2/137)

ইমাম যুফারের এ বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে ক্যাশ ওয়াকফের বৈধতার পাশাপাশি ওয়াকফকৃত ক্যাশ বিনিয়োগের পদ্ধতিও আলোচনা করা হয়েছে। যা থেকে উক্ত অর্থ বিনিয়োগের পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইমাম মালিকের ছাত্র আব্দুর রহমান বিন কাসিম ঋণের শর্তে ওয়াকফকৃত নগদ অর্থের যাকাত গ্রহণের পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি বলেন:

قلت لمالك أو قيل له: فلو أن رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبسا هل ترى فيها الزكاة؟ فقال: نعم أرى فيها الزكاة.

আমি মালিককে বললাম অথবা তাকে বলা হলো, যদি কেউ একশত দীনার ওয়াকফ করে এভাবে যে, সে তা ঋণ হিসেবে মানুষকে প্রদান করে এবং তারা তাকে তা ফেরতও দিবে তবে আপনার দৃষ্টিতে এর ওপর কি যাকাত হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার মতে যাকাত হবে। (Mālik 1324H, 1/380)

এছাড়াও মালিকী মাযহাবের মৌলিক গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত অনেক বক্তব্য রয়েছে, যা থেকে প্রমাণিত হয়, ইমাম মালিকের সময় থেকে ক্যাশ ওয়াকফ নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা চলে আসছে।

ইমাম শাফিয়ী রহ. থেকে ক্যাশ ওয়াকফ সম্পর্কে কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর অনুসারীগণের অনেকে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী ক্যাশ ওয়াকফ অবৈধ হলেও এর বৈধতার পক্ষে ইমাম শাফিয়ী থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া। তবে শাফিয়ী মাযহাবের অন্যতম ইমাম আল-রুআনী [৪১৫-৫০১হি.] ছাড়া অন্য কেউ তাঁর এ বক্তব্য বর্ণনা করেননি। (Al-Māwardī 1414H, 7/517; Al-Rūyānī 2009, 7/216)

ইমাম আহমদ থেকে এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী দুধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইতোপূর্বে আমরা ক্যাশ ওয়াকফ অবৈধ হওয়া সম্পর্কিত তাঁর উক্তি উল্লেখ করেছি। তবে ইমাম ইবন তাইমিয়া আল-মাইমুনী [মৃ. ২৭৪হি.] বর্ণিত উক্তির ভিত্তিতে দাবি করেছেন, ইমাম আহমদ দীনার ও দিরহাম ওয়াকফ করা বৈধ হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি বলেন,

> أن الدراهم إذا كانت موقوفة على أهل بيته ففيها الصدقة، وإذا كانت على المساكين فليس فيها صدقة
>
> দিরহাম যদি নিজ পরিবারবর্গের জন্য ওয়াকফ করা হয় তবে তাতে যাকাত প্রদান করতে হবে, পক্ষান্তরে যদি মিসকীনদের জন্য করা হয় তবে তাতে যাকাত নেই। (Ibn Taymiyyah 1995, 31/234)

পরবর্তীতে ফিকহী মাযহাবগুলোতে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে। কোন মাযহাবেরই ফকীহগণ এর বৈধতার পক্ষে বা বিপক্ষে একমত হতে পারেননি। ফিকহী গ্রন্থাবলি রচনার যুগ থেকে এ বিষয়ে পর্যালোচনা হলেও এবং এর বৈধতার ব্যাপারে তাঁদের খণ্ডিত মতামত থাকলেও ব্যাপকহারে এর বাস্তব প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় না।

উসমানী আমলে ক্যাশ ওয়াকফ

উসমানী আমলে ক্যাশ ওয়াকফ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। মূলত এ সময় এসে ওয়াকফের এ ধরনটি তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল থেকে প্রায়োগিক রূপ পায়। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা জুড়ে বিস্তৃত উসমানী খিলাফাতের বিভিন্ন এলাকায় এর প্রয়োগ হয়। হানাফী মাযহাবকে পৃষ্ঠপোষকতাকারী এ রাষ্ট্র মূলত পূর্বসূরী হানাফী ইমামগণ বিশেষত ইমাম যুফার এর মতামত গ্রহণ করে ক্যাশ ওয়াকফ প্রচলন করে। উসমানী খিলাফাতের ১৪৬০-১৪৮০ খ্রি. সময়কালের শায়খুল ইসলাম মোল্লা খসরু درر الحكام في شرح غرر الأحكام শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন সেখানে অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফের বিষয়ে পূর্বসূরী আলিমগণের মতামত ছাড়া ক্যাশ ওয়াকফের কোন

আলোচনা করেননি। কিন্তু তিনি শায়খুল ইসলাম হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র দুই বছর পর অর্থাৎ ১৪৬২ সাল থেকে ১৪৬৭ পর্যন্ত সময়ে ইস্তাম্বুলে যেসব ওয়াকফ অনুমোদন করেন তার মধ্যে অনেক ক্যাশ ওয়াকফ ছিল। (Bakhdar 2017, 81)

ক্যাশ ওয়াকফ নিয়ে উসমানী সাম্রাজ্যে যখন আলোচনা তুঙ্গে তখন শায়খুল ইসলাম আবু সাউদ আফিন্দী [৮৯৮-৯৮২হি.] এর পক্ষে গ্রন্থ লেখেন । অবশ্য বিভিন্ন মহল থেকে তাঁর এ ফাতওয়ার বিরোধিতা আসে। বিশেষত সেনাবাহিনীর মুফতী জাভী যাদাহ [মৃ. ৯৫৪হি.] এবং তাঁর ছাত্র বীরকালী নামে খ্যাত মুহাম্মদ বিন বীর আলী [মৃ. ৯৮১হি.] এর কঠোর সমালোচনা করেন। এমনকি বীরকালী ক্যাশ ওয়াকফকে অবৈধ প্রমাণ করে السيف الصارم في عدم جواز وقف المنقول والدراهم নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। (Ibn ʻĀbidīn 1984, 1/174) এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান সুলায়মান রাষ্ট্রীয় অধ্যাদেশের মাধ্যমে শায়খুল ইসলাম আবু সাউদের ক্যাশ ওয়াকফ বিষয়ক ফাতওয়া প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। (Ibid)

তবে উসমানী আমলের ক্যাশ ওয়াকফের ধরন ইসলামী ফিকহে বর্ণিত পরিচিত ‘করজে হাসান’ বা বিনিয়োগের মত ছিল না। বরং এক্ষেত্রে এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয় যাকে ‘মুআমালাহ শরঈয়্যাহ’ বা ‘বাইউল মুআমালাহ’ বলা হত। (Bakhdar 2017, 84)

এর ধরন সম্পর্কে কলিন এমবার বর্ণনা করেন যে, আবু সাউদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এ মুআমালাহ শরঈয়্যাহ কীভাবে জায়েয হবে? তিনি এর প্রতিউত্তরে বলেন:

> يقوم المتولي (زيد) ببيع سلعة بشكل شرعي إلى عمر بمبلغ (١١٠٠) أقجة، ويسلم السلعة إلى عمر الذي يقوم ببيعها إلى بكر بـ (١٠٠٠) أقجة، وبعد استلامه للسلعة يقول بكر: اعط السلعة لزيد ويعطى السلعة للمتولي كرهن لأجل (١٠٠٠) أقجة، وهذا يعتبر جائزاً.
>
> ওয়াকফের তত্ত্বাবধায়ক (যায়েদ) শরয়ী পদ্ধতিতে পণ্য কিনে উমরের কাছে ১১০০ আকজিতে বিক্রি করবে। পণ্য উমরকে প্রদান করা হবে এবং সে তা ১০০০ আকজিতে বকরের কাছে বিক্রি করল। পণ্য হস্তগত হওয়ার পর বকর বলল, এ পণ্য যায়েদকে প্রদান কর; তখন ১০০০ অকজিতে বাকিতে তত্ত্বাবধায়ককে বন্ধক হিসেবে তা প্রদান করা হয়। এটা বৈধ বিবেচনা করা হবে। (Imber 2011, 59)

উসমানী শাসনামলে ক্যাশ ওয়াকফের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

উসমানী শাসনামলের ক্যাশ ওয়াকফের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৪৩২ খ্রি. মুসলিহ উদ্দীন এর দশ হাজার আকজি ওয়াকফই সর্বপ্রথম ক্যাশ ওয়াকফ। তিনি এ অর্থ ওয়াকফ করে তা বিনিয়োগ করেন এবং এর মুনাফা কালীসাহ

বড় মসজিদের ৩ জন ক্বারীর পারিতোষিক হিসেবে ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত করেন। (Al-Arnaout ND, 18)

পরবর্তীতে এ আমলে যেসব ক্যাশ ওয়াকফ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- ✯ বলবান শাহ ওয়াকফ ১৪৪২খ্রি. সালে তিনি ৩০ হাজার আকজি ওয়াকফ করেন এবং চারটি দোকান ও একটি গোসলখানা ওয়াকফ করেন যার আয় উদরানায় তারই প্রতিষ্ঠিত কিছু দীনী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করা হত, সেখানে মসজিদ, মাদরাসাও ছিল। (Mandeville 1979, 290)
- ✯ সুলতান মুরাদ দ্বিতীয় এর শাসনামলে (১৪২১-১৪৫১খ্রি.) ২০ হাজার আকজির একটি ক্যাশ ওয়াকফের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। (Ibid)
- ✯ ইস্তাম্বুলের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ক্যাশ ওয়াকফের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, ১৪৬৪খ্রি. সালে। (Al-Arnaout ND, 19) ইস্তাম্বুলের ক্যাশ ওয়াকফের অন্যতম দিক হলো এখানে পুরুষের পাশাপাশি নারীগণও ওয়াকফ করতেন। খাদীজা বিনতে মাহমুদ পাশা ১৫২৪খ্রি. এর আগস্ট মাসে দুটি ওয়াকফ করেন, একটিতে ছিল একতলা দুটি ঘর, কয়েকটি দোকান, কক্ষ, আস্তাবল এবং দ্বিতীয়টি ছিল ১৬০০০ আকজি। ক্যাশ ওয়াকফটি ১০% মুরাবাহা চুক্তিতে বিনিয়োগ করা হয়। (Bailījī 2010, 109)
- ✯ নাফিসা বিনতে সেকেন্দার পাশা ১৫৫২ সালে ১০০০০ আকজি ওয়াকফ করে তা ১০% মুনাফায় অর্থাৎ বার্ষিক ১০০০ আকজিতে বিনিয়োগ করা হয়। এর মধ্য থেকে ৩০ আকজি রমযান মাসে কারাবন্দীদের পানি সরবরাহ করার জন্য নির্ধারিত করা হয়। (Ibid, 110)
- ✯ ম্যান্ডফলের দেয়া পরিসখ্যান অনুযায়ী ১৫৩১খ্রি, সালে আঙ্কারার মোট ৯৮টি ওয়াকফের ৪৮টিই অর্থাৎ প্রায় অর্ধেকই ছিল ক্যাশ ওয়াকফ। অন্যদিকে বুরসা নগরীতে ১৫৬১ সালে ক্যাশ ওয়াকফ ভিত্তিক আয় ছিল ৩৯৩৭৩৪ আকজি একই সময়ে অন্যান্য ওয়াকফের আয় ছিল, ৫৪৭৭৩৪ আকজি। (Mandeville 1979, 292)
- ✯ এভাবে উসমানী শাসনাধীন প্রতিটি এলাকায় ক্যাশ ওয়াকফ প্রচলিত ছিল।

বর্তমান সময়ে ক্যাশ ওয়াকফ

উসমানী সাম্রাজ্যের পতন ক্যাশ ওয়াকফের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। এর যাত্রা কিছুটা হলেও স্তিমিত হয়ে যায়। তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে এ সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা জোরদার হতে থাকে। পূর্বেই এ বিষয়ে ওআইসি অধীভুক্ত ফিকহ একাডেমির সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। যা থেকে প্রমাণিত হয় বর্তমান সময়ে ক্যাশ ওয়াকফ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা শুরু হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্যাশ ওয়াকফ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে। যেমন ১৪১৯ হিজরীতে মক্কায় ৮০০০ রিয়াল ক্যাশ ওয়াকফ করে গড়ে তোলা হয় "ওয়াকফ করজে হাসান" নামে একটি

ক্যাশ ওয়াকফ প্রতিষ্ঠান (Bakhdar 2017, 93)। বর্তমান সময়ে এ বিষয়ক গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্স, গ্রন্থ-প্রবন্ধ রচনা চলমান রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন ব্যাংকে ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব চালু করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চালু হয়েছে।

বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থায় ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর প্রবর্তন

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ইতিহাসে সর্বপ্রথম সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ক্যাশ ওয়াক্ফ হিসাব প্রবর্তন করে। বরং এক গবেষণা মতে, শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র বিশ্বের ব্যাংকিং ইতিহাসে সর্বপ্রথম ক্যাশ ওয়াক্ফ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. (Saifuddin 2014, 277)। তারা ১৯৯৭ সালে "ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট" নামে সর্বপ্রথম ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রকল্প চালু করে। ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. এম এ মান্নান সর্বপ্রথম ১৯৯৮ সালে তার রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ: "Cash Waqf: Enrichment of Family Heritage: Generation to Generation; A new horizon of Development" এর মাধ্যমে ক্যাশ ওয়াক্ফ এর ধারণা প্রদান করেন। পরবর্তীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে তিনি ক্যাশ ওয়াক্ফ এর ইতিবাচক দিক তুলে ধরেন। বিশ্বের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা তার এ ধরনের উদ্ভাবনীমূলক চিন্তার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ক্যাশ ওয়াক্ফকে Multi-dimentional dynamic product হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন (SIBL 2015, 17-18)।

ক্যাশ ওয়াক্ফ ইসলামী অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং সেক্টরে এক নতুন সংযোজন। "সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি: (এসআইবিএল)" পরিবার ব্যবস্থাকে সুসংহত করে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের এক ত্রিমুখী ব্যাংকিং মডেল। আনুষ্ঠানিক (Formal), অনানুষ্ঠানিক (Non-Formal) ও স্বেচ্ছামূলক (Voluntary) এই তিনটি খাতের মাধ্যমে ব্যাংক তার ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম সংগঠিত করছে। ব্যাংকের স্বেচ্ছামূলক খাতে পুঁজিবাজার এর কার্যক্রম সংগঠিত করার প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাংকিং ইতিহাসে এসআইবিএল প্রথমবারের মত ক্যাশ ওয়াক্ফ সার্টিফিকেট স্কীম চালু করেছে (Ibid, 18)।

অবশ্য পরবর্তীতে দেশ-বিদেশের অনেক ব্যাংক ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রকল্প চালু করে। দ্বিতীয় ব্যাংক হিসাবে "ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি." ২০০৪ সালের পহেলা জুলাই ক্যাশ ওয়াকফ সঞ্চয় হিসাব চালু করে।আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লি. ২০০৮ সালে ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ২০০৯ সালে ক্যাশ ওয়াকফ একাউন্ট চালু করে।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং এ ক্যাশ ওয়াকফ এর অনুশীলন

বাংলাদেশে বর্তমানে ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং ১৭টি প্রচলিত ব্যাংকের ২২টি শাখা ও ২৭টি উইনডো ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক ও কয়েকটি প্রচলিত ধারার ব্যাংক ক্যাশ ওয়াকফ হিসাবের মাধ্যমে ওয়াকফ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে বিভিন্ন নামে চালু রয়েছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে যেসব ব্যাংক ক্যাশ ওয়াক্ফ প্রকল্প চালু করেছে সেগুলো হলো:

১. সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.
২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
৩. আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.
৪. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
৫. এক্সিম ব্যাংক লি.
৬. ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.
৭. এবি ব্যাংক লি.
৮. প্রাইম ব্যাংক লি.
৯. ব্যাংক এশিয়া লি.
১০. ট্রাস্ট ব্যাংক লি.

উদ্দেশ্য

ব্যাংকসমূহে প্রবর্তিত ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিটের কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। বিভিন্ন ব্যাংকের এ সংক্রান্ত ম্যানুয়াল ও প্রচারপত্র পর্যালোচনাপূর্বক নিম্নে কিছু উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হলো:

১. দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা;
২. সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক শান্তির সমন্বয় সাধন করা;
৩. সংগৃহীত সামাজিক সঞ্চয়কে সামাজিক পুঁজিতে রূপান্তর করা;
৪. সামাজিক পুঁজিবাজার গঠনে সহযোগিতা করা;
৫. সামাজিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা;
৬. সামাজিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট এলাকার ধনীশ্রেণীর দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
৭. সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক কল্যাণের সমন্বয়কে উৎসাহ প্রদান;
৮. ক্যাশ ওয়াক্ফ তৈরির সহযোগী হিসেবে ব্যাংকিং সেবা প্রদান এবং সমাজের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করা;
৯. ক্যাশ ওয়াক্ফ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক সঞ্চয়সমূহ একত্রিত করা এই উদ্দেশ্যে যে, মৃত পিতা-মাতা, সন্তানের স্মৃতি জাগ্রত রাখা; এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সচ্ছল ও অসচ্ছল সদস্যদের আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি করা;

১০. সাধারণ জনগণের বিশেষ করে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর কল্যাণ সাধন করা;
১১. সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে ধনী শ্রেণীর মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করা;
১২. ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পালনের সুযোগ তৈরী করা। (SIBL 2015; IBBL 2018; EXIM 2018, AIBL 2018)

বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থায় ক্যাশ ওয়াক্ফ-এর প্রবাহচিত্র

৮টি পূর্ণ ইসলামী ব্যাংকের ৬টি ব্যাংকই ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব পরিচালনা করে। ব্যাংকগুলো ও তাদের ক্যাশ ওয়াকফ হিসাবের শিরোনাম হলো,

ক্রম	ব্যাংকের নাম	ক্যাশ ওয়াকফ হিসাবের নাম
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	মুদারাবা ওয়াকফ ক্যাশ ডিপোজিট (MWCD)
২	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	মুদারাবা টার্ম ক্যাশ ওয়াকফ ডিপোজিট
৩	সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	ক্যাশ ওয়াকফ ফান্ড
৪	এক্সিম ব্যাংক লি.	মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকফ ডিপোজিট
৫	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.	ক্যাশ ওয়াকফ
৬	ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকফ ডিপোজিট স্কিম

সারণি: ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্যাশ ওয়াকফ হিসাবের নাম

২০১৩ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত এ ব্যাংকগুলোর ক্যাশ ওয়াকফ একাউন্টে সঞ্চয়ের প্রবাহচিত্র নিম্নরূপ:

ক্রম	ব্যাংকের নাম	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
০১.	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৪৫.৫৯	৫৩.৩০	৬৫.৮৫	৭৪.৮৯	৯০.৪২
০২.	সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৮.৪৬	৯.৯৩	১৭.৮৮	২৩.৬৯	২৭.৭৯
০৩.	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	০.৫৪	০.৭৬	১.৭১	১.৮৮	২.৫৫
০৪.	এক্সিম ব্যাংক লি.	১.২১	১.৬২	২.৪৭	৩.৫৬	৩.৭৩
০৫.	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.	০.৩০	০.৩৩	০.৩৬	০.৩৯	০.৪১
০৬	ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	-	০.০৬	২.৯০	১.২৬	০.৯০

সারণি: পূর্ণ ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্যাশ ওয়াকফ একাউন্টের সঞ্চয়ের প্রবাহচিত্র (কোটি টাকায়)

উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ক্যাশ ওয়াকফ প্রকল্প চালু করে অত্যন্ত সফলভাবে এই প্রকল্পের সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতি বছর ব্যাংকটির স্থিতি বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ এর শেষে ক্যাশ ওয়াকফের স্থিতি দাঁড়িয়েছে নব্বই কোটির বেশি। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক। এ ব্যাংকটিতেও ক্যাশ ওয়াকফের পরিমাণ প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৭ সালের শেষে যার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৮ কোটি। এক্সিম ব্যাংক

২০১৭ সালের শেষে প্রায় ৪ কোটি টাকা স্থিতি নিয়ে ক্যাশ ওয়াকফ সংগ্রহের ক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। আল-আরফাহ ইসলামী ব্যাংক রয়েছে চতুর্থ স্থানে। ২০১৭ সালের শেষে এর সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে আড়াই কোটিরও বেশি। ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পঞ্চম স্থানে থাকলেও এর প্রবাহচিত্র প্রমাণ করছে ব্যাংকটি এ একাউন্টে ক্যাশ সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রতি বছর কমতির দিকে যাচ্ছে। কেননা ২০১৫ সালে এটির ক্যাশ ওয়াকফের স্থিতি প্রায় তিন কোটি থাকলেও ২০১৬ ও ২০১৭ সালে তা যথাক্রমে ১.৩ ও ০.৯ কোটিতে নেমে আসে। সর্বশেষ শাহজালাল ইসলামিক ব্যাংক ২০১৭ সালের শেষে স্থিতি করে ০.৪১ কোটি টাকা। উপরের সারণিকে নিম্নোক্ত দণ্ডচিত্রে প্রকাশ করা যায়:

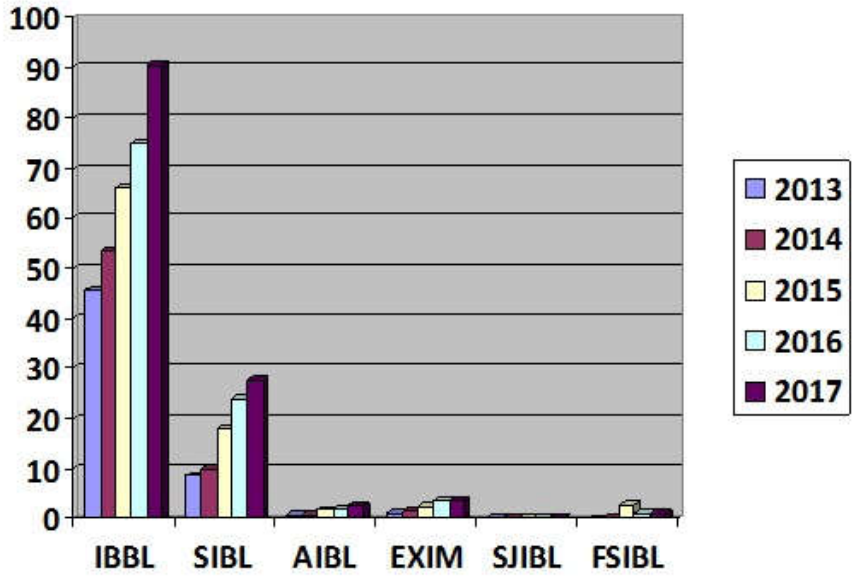

চিত্র: ইসলামী ব্যাংকসমূহে ক্যাশ ওয়াকফের প্রবাহ (SIBL; IBBL; EXIM; SJIBL; AIBL; FSIBL)

ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব পরিচালনায় অনুসৃত শরয়ী নীতিমালা

বাংলাদেশে সনাতন ওয়াক্ফ ব্যবস্থা বহুকাল থেকে চালু থাকলেও নগদ অর্থ ওয়াক্ফ করা বা ক্যাশ ওয়াক্ফ করার প্রচলন সাম্প্রতিককালে। বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন নামে ক্যাশ ওয়াক্ফ ডিপোজিট চালু করেছে। এ প্রেক্ষিতে গত ১৩ জুন, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং জগতের সর্বপ্রথম ও শীর্ষস্থানীয় ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'-এর শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটির ১৭২তম অধিবেশনে 'নগদ অর্থ ওয়াক্ফ করা ও ইসলামী ব্যাংকের 'মুদারাবা ওয়াক্ফ ক্যাশ ডিপোজিট' হিসাব পরিচালনার শরয়ী নীতিমালা

কী?' তা জানতে বিষয়টি সভার কার্যবিবরণীতে রাখা হয়। কমিটির সদস্যগণ এ প্রশ্নে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্তটি হলো,

সিদ্ধান্ত : সব স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও নগদ অর্থ ওয়াক্ফ করা যেতে পারে। তবে প্রস্তাবিত ওয়াক্ফ ক্যাশ ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে:

ক. মুদারাবা 'ওয়াক্ফ ক্যাশ ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট' খোলা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী ক্যাশ ওয়াক্ফ তহবিল যেহেতু মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয় সেহেতু লাভ-লোকসানের হিসাবও এ নীতির ভিত্তিতেই পরিচালিত হবে। এ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ তহবিল বা মূলধন অক্ষত (intact) না-ও থাকতে পারে। কারণ লোকসান হলে তা মূলধন থেকেই কর্তন করা হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মূলধন অক্ষত থাকা শরী'আহসম্মত নয়।

খ. প্রস্তাবিত নীতিমালা অনুযায়ী ওয়াক্ফি-এর পক্ষ থেকে ব্যাংক ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু ওয়াকিফ কর্তৃক ব্যাংকের অব্যবস্থাপনার অভিযোগ উত্থাপিত হলে কিংবা অন্য যেকোনো যৌক্তিক কারণে ওয়াক্ফ তহবিল অন্যত্র শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি স্থানান্তর করতে হলে ওয়াকিফ অথবা তার উত্তরাধিকারের জন্য সে সুযোগ থাকবে। তবে ওয়াকিফ কর্তৃক ব্যাংকের অব্যস্থাপনার দাবি যৌক্তিক কিনা তা নির্ধারনের জন্য শরী'আহ কাউন্সিলে প্রেরণ করা যেতে পারে।

গ. ওয়াক্ফ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন কমিটি (independent committee) গঠন করা যেতে পারে, যে কমিটি ব্যাংকের ওয়াক্ফ ক্যাশ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কর্তৃক নিযুক্ত ইসলামী শরী'আহ এবং দেশের প্রচলিত আইনে পারদর্শী সর্বজনশ্রদ্ধেয় কোনো ব্যক্তি হবেন এ কমিটির চেয়ারম্যান। এ ছাড়া ইসলামী শরী'আহ ও দেশের প্রচলিত আইনে পারদর্শী আরো দুজন, ওয়াকিফদের মধ্য থেকে মনোনীত একজন ও ব্যাংকের শরী'আহ কাউন্সিলের প্রতিনিধি হিসেবে একজনসহ কমপক্ষে চারজন সদস্য এ কমিটির অন্তর্ভুক্ত হবেন।

কমিটির দায়িত্ব :

- ওয়াক্ফ হিসাব খোলা, পরিচালনা, হিসাব থেকে প্রাপ্ত আয়, ব্যয়, হিসাব বন্ধ, স্থানান্তর ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান।
- ওয়াকিফের সুস্পষ্ট নির্দেশনার অনুপস্থিতিতে ওয়াক্ফ হিসাবের যেকোন সমস্যা বা প্রশ্নের সমাধান প্রদান।
- ওয়াকিফ ও ব্যাংকের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান।

- ওয়াক্ফ ক্যাশ হিসাবের বিষয়ে এ কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ঘ. সাধারণভাবে ক্যাশ ওয়াকফের মূল জমা একটি শাশ্বত ও চিরন্তন দানরূপে গ্রহণ করা হবে। তবে ঐ হিসাব থেকে প্রাপ্ত আয় বা লাভ ব্যবহার বা ব্যয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন/স্থানান্তর ইত্যাদি বিষয়ে কোনো বিতর্ক দেখা দিলে উল্লিখিত কমিটি ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ঙ. যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে ব্যাংক যেকোনো ওয়াক্ফ ক্যাশ হিসাব খুলতে অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারে- এরূপ শর্ত আইনের দৃষ্টিতে বৈধ। কারণ, কাউকে কোনো চুক্তিতে তার অসম্মতিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য করা যায় না। তবে আগেই খোলা হিসাব কোনো কারণে বন্ধ করা জরুরি হলে সংশ্লিষ্ট হিসাব বন্ধ করার পর ওয়াক্ফ তহবিলের ব্যবহার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা হিসাব খোলার আবেদনপত্রে থাকতে হবে। এর পরও কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে উক্ত বিষয়ে প্রস্তাবিত কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

চ. যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করা হবে তা সম্পন্ন বা বাস্তবায়নের পর ওয়াক্ফের অর্থ কোথায় ব্যয় হবে সে সম্বন্ধে 'ওয়াক্ফ হিসাব' খোলার সময় বিশেষ নির্দেশনা হিসাব খোলার পত্রে উল্লেখ থাকবে। এতদসংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা হিসাব খোলার আবেদনপত্রে উল্লেখ না থাকলে বা বিতর্ক দেখা দিলে কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। (IBBL 2015, 62)

ক্যাশ ওয়াকফ হিসাবের অর্থ ব্যয়ের খাত

ইসলামী ব্যাংকগুলো ক্যাশ ওয়াকফ হিসাবের অর্থ সাধারণত নিম্নোক্ত খাতসমূহে ব্যয় করে থাকে। তবে ওয়াকিফ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত খাতসমূহের মধ্যে থেকে অথবা ইসলামী শরীয়াহ্ অনুমোদিত অন্য যে কোন খাত নির্বাচন করার এখতিয়ার রাখেন। খাতসমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

ক. পারিবারিক পুনর্বাসন

- দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী প্রকৃত দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়ন।
- শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং সুবিধা বঞ্চিত লোকদের পুনর্বাসন।
- রাস্তার ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন।
- অসহায় মহিলাদের পুনর্বাসন।
- নগর বস্তিবাসীদের উন্নয়ন।

খ. শিক্ষা ও কৃষ্টি

- এতিমদের শিক্ষা অর্থাৎ বইপত্র এবং কাপড়-চোপড় বিনা মূল্যে সরবরাহ করা।
- দক্ষতা উন্নয়ন কল্পে যথার্থ শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।

- গৃহে অবস্থানকারী শিশুদের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সুবিধা প্রদান (যেমন- মায়েদের শিক্ষা কর্মসূচি, শিশু পাঠ)।
- শারীরিক শিক্ষা এবং খেলাধুলার সুবিধা।
- ইসলামী কৃষ্টি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং শিল্পকলার উন্নয়ন।
- ইসলামী শরীয়ার আলোকে দাওয়াতী কর্মকাণ্ড পরিচালনা।
- বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে অসহায় শিশুদের শিক্ষার সহায়তা করণ।
- সাধারণ কারিগরী শিক্ষার সহায়তা দান।
- দুর্গম এবং অবহেলিত এলাকায় শিক্ষার সহায়তা করণ।
- বিশেষ কোন এলাকার মাদরাসা, স্কুল, কলেজে অর্থায়ন করা।
- উপযুক্ত নির্ভরশীল পোষ্যদের শিক্ষিত করে তোলা।
- মাতা এবং পোষ্যদের স্মৃতি স্মরণার্থে শিক্ষা, গবেষণা, ধর্মীয় ও সামাজিক সেবা দান প্রকল্পের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান।
- "শিক্ষা চেয়ার" প্রতিষ্ঠা করা।

গ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী :

- গ্রাম্য স্বাস্থ্যসেবা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।
- গৃহস্থালী, স্কুল, মসজিদ, বস্তি ইত্যাদিতে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহকরণ।
- বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র কর্মসূচী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাকরণ।
- স্বাস্থ্য পরিচর্যা, গবেষণা এবং বিশেষ কোন রোগের গবেষণা করা।

ঘ. সামাজিক উপযোগিতা সেবা :

- বিতর্কিত বিষয়সমূহের নিষ্পত্তিকরণ (যেমন গ্রাম্য মামলাসমূহ)।
- দুঃস্থ মহিলাদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনী সহায়তা প্রদান।
- দরিদ্র বালিকাদের যৌতুক বিহীন বিয়েতে সহায়তাকরণ।
- গ্রাম অঞ্চলে রাস্তা-ঘাট রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষ রোপণ।
- নওমুসলিমদের পুনর্বাসন করা।
- শান্তিপ্রিয় অমুসলিমদের সহায়তাকরণ এবং তাদের সমস্যাসমূহ দূরীকরণ।
- জুয়া এবং সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ যেমন-চুরি ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে জন সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।
- জনসাধারণের উপযোগী সেবাসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়ন।
- আয় এবং আয় বহির্ভূত প্রকল্পের মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ।

- আয় এবং আয় বহির্ভুত প্রকল্পের বিশেষ করে কবরস্থানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ।
- আয় এবং আয় বহির্ভুত প্রকল্পের বিশেষ করে ঈদগাহ্সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ।

(SIBL 2015; IBBL 2018; EXIM 2018, AIBL 2018)

উপসংহার

ইসলামে দান-সাদাকার অন্যতম প্রকার হলো ওয়াকফ। আর ওয়াকফের আধুনিক একটি জনপ্রিয় ধারা হচ্ছে ক্যাশ ওয়াকফ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্যাশ ওয়াকফের প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশেও কিছু বেসরকারী ব্যাংকের মাধ্যমে ক্যাশ ওয়াকফ অ্যাকাউন্ট জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো ইসলামী ব্যাংকই বিভিন্ন নামে ক্যাশ ওয়াকফ-এর অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করেছে। সাধারণভাবে ওয়াকফের ধারণাই মানুষের মাঝে বহুল প্রচলিত না থাকায় আধুনিক ক্যাশ ওয়াকফ-এর প্রচলন জনপ্রিয়তা পেতে একটু সময় লাগছে। তবুও এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোর তৎপরতা আরো বাড়াতে পারলে এই খাতে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের আগ্রহ বাড়বে বলে আশা করা যায়। তবে সে জন্য জনসাধারণের মাঝে ক্যাশ ওয়াকফ-এর ধারণা আরো সহজভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এ বিষয়ে সম্পদশালী মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ক্যাশ ওয়াকফ এখনো বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত না হওয়ায় আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সরকারের সার্বিক সহযোগিতা ও বেসরকারী খাতের উদ্যোগের ব্যবস্থা হলে ক্যাশ ওয়াকফ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে বিশেষজ্ঞগণ আশা করেন।

Bibliography

AIBL, Al-Arafah Islami Bank Limited. *Annual Reports 2013, 2014, 2015, 2016, 2017*. Dhaka: AIBL.

AIBL, Al-Arafah Islami Bank Limited. 2018. *Cash waqf account form*. Dhaka: AIBL.

Al-‘Ainī, Mahmūd Ibn Ahmad. 2000. *Al-Bināyah Sharh al-Hidāyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Arnaout, Muhammad. ND. "Tatawur Waqf al-Nuqūd fī Biladi Balqān", in *Al-Waqf fī al-‘Ālam al-Islāmī bayna al-Mādī wa al-Hādir*. Beirut: Jadawen lin Nashr.

Al-Bahūtī, Mansūr Ibn Younus. 1993. *Sharh Muntaha al-Iradāt*. Beirut: ‘Alim al-Kutub.

Al-Bājī, Sulaimān Ibn Khalf. 1332H. *Al-Muntaqa Sharh al-Muatta*. Cairo: Matba‘ah al-Sa‘ādah.

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullah Muhammad Ibn Ismā‘īl. 2002. *Al-Jamī‘ Al-Sahīh (In 1 Vol)*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Dardīr, Abū al-Barakāt Ahmad Ibn Muhammad. 1989. *Al-Sharh al-Sagīr ‘Ala Aqrab al-Masālik Ila Madhab al-Imām Mālik*. Abu Dhabi: Ministry of Awqāf and Islamic Affairs.

Al-Dusūqī, Muhammad Ibn Ahmad. ND. *Hāshiah al-Dusūqī ‘Ala al-Sharh al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Fatāwa al-Hindiyyah (named also Fatwa Alamghiri). 1406H. Beirut: Dār Ihya al-Turāth al-‘Arabī.

Al-Gazzālī. Muhammad Ibn Muhammad. 1417H. *Al-Wasīt Fī al-Madhab*. Cairo: Dār al-Salām.

Al-Haddād, Ahmad Ibn ‘Abd al-‘Azīz. 2006. “Waqf al-Nuqūd wa istithmārihā”. *Second Waqf Conference*. Makkah: Umm al-Qura University.

Al-Hattāb, Muhammad Ibn Muhammad. 1995. *Mawāhib al-Jalīl li Sharh Mukhtasar al-Khalīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Hkallāl, Abū Bakr Ibn Ahmad. 1994. *Al-Uqūf wa al-Tarajjul min al-Jāmi‘ Limasāil al-Imām Ahmad*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-‘Imrānī, Yahya Ibn Abi al-Khayer. 2000. *Al-Bayān Fī Madhabi al-Imām al-Shāfi‘ī*. Jeddah: Dār al-Manhāj.

Al-Juwaynī, Abul Ma‘ālī ‘Abdul Malik Ibn ‘Abdullah Ibn Yūsuf. 2007. *Nihāyat al-Matlab fī Dirāyat al-Madhab*. Annotated by ‘Abdul ‘Azīm Mahmūd al-Dīb. Jeddah: Dār al-Minhāj.

Al-Kāsānī, Abū Bakr Mas‘ūd Ibn Ahmad. ND. *Badaī‘ al-Sanaī‘ Fi Tartīb al-Sharaī‘*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arābī.

Al-Kharashi, Muhammad Ibn ‘Abdullah. ND. *Sharh Mukhtasar al-Khalīl*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Mardāwī, Ala al-Din Abu al-Hasan Ali Ibn Sulaiman. 1377H. *Al-Insāf Fī Ma'rifati al-Rājih Min Al-Khilāf*. Beirut: Dār Ihya al-Turāth al-'Arabī.

Al-Margīnānī, 'Alī Ibn Abī Bakr. 1410H. *Al-Hidāyah Sharh Bidāyat al-Mubtadī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Māwardī, Abū al-Hasan. 1414H. *Al-Hāwī al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muhī al-Dīn Sharf. 1991. *Rawdah al-Tālibīn wa Umdat al-Muftieen*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī.

Al-Rūyānī, 'Abdul Wāhid Ibn Ismā'īl. 2009. *Bahr al-Madhab*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Sarakhsī, Muhammad Ibn Ahmad. 2013. *Al-Mabsūt*. Beirut: Dār al-Nawādir.

Al-Shāfi'ī, Muhammad Ibn Idrīs. 1409H. *Al-Umm*. Cairo: Al-Maktabah al-Qayyimah.

Al-Sharbīnī, Muhammad Ibn Ahmad. 2006. *Mughnī al-Muhtāj*. Cairo: Dār al-Hadīth.

Al-Ṭaḥāwī, Abū Ja'far Aḥmad ibn Muḥammad. 1422H. *Sharh Ma'ānī al-Athār*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Tarābilasī, Ibrāhīm Ibn Musa. 1981. *Al-Is'āf Fī Ahkām al-Awqāf*. Beirut: Dār al-Rāyed.

Al-Zabīdī, al-Murtaḍá al-Husaynī. 1385H. *Tāj al-ʿArūs Min Jawāhir al-Qāmus*. Kuwait: Goverment Press.

Al-Zarqānī, 'Abd al-Bāqī Ibn Yusūf. 2002. *Sharh al-Zarqānī 'Ala Mukhtasar Khalīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Bailījī, Fārūq. 2010. "Awqāf al-Nisā' fī Madīnah Istanbul fī al-Nisf al-Awal min al-Qarn al-Sādis 'Ashr". *Majallah al-Awqāf*. Kuwait: Public Authority for Waqf . Vol 10, Issue 19.

Bakhdar, Muhammad Sālim 'Abdullah. 2017. *Tamwīl Waqf al-Nuqūd Lilmashārī' Mutanāhiyyah al-Sighr Fī Muassasāt al-Tamwīl al-Islāmī*. Amman: Jāmi'ah al-'Ulūm al-Islāmiyyah al-'Ālamiyyah, A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Of Doctor of Philosophy in Islamic Banks.

Dinyā, Shawkī Ahmad. 2001. "Al-Waqf al-Naqdī : Madkhal Litaf'īl Dawri al-Waqf Fī Hayātinā al-Mu'āsirah". *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmī*. Vol. 13, Issue 1.

Dīrshūwi, Khālid Zain al-'Ābidīn. 2013. *Al-Radd 'Ala Abī al-Sa'ud Fī Sihhati Waqf al-Nuqūd: Dirāsah wa Tahqīq*. Damascus: Damascus University, unpublished master thesis.

EXIM, Export Import Bank of Bangladesh Limited. 2018. *Mudaraba Cash Waqf Deposit Brochure*. Dhaka: Exim Bank.

EXIM, Export Import Bank of Bangladesh Limited. *Annual Reports 2013, 2014, 2015, 2016, 2017*. Dhaka: Exim Bank.

Fazlur Rahman, M. 2015. *Al-Mu'jam al-Wāfī*. Dhaka: Riyad Prakashani.

FSIBL, First Security Islami Bank Limited. *Annual Reports 2013, 2014, 2015, 2016, 2017*. Dhaka: FSIBL.

Hubbullah, Haidar. 2011. "Al-Waqf al-Naqdī Fī al-Fiqh al-Islāmī : Qiraāt Istidlāliyyah". *Majallah al-Ijtihād wa al-Tajdīd*. Beirut: Markaz al-Buhuth al-Mu'asirah.

IBBL, Islami Bank Bangladesh Limited. 2015. *Shariah Supervisory Committee ar Siddhantabali*, edited by: Abu Bakr Rafiq et al. Dhaka: IBBL.

IBBL, Islami Bank Bangladesh Limited. *Annual Reports 2013, 2014, 2015, 2016, 2017*. Dhaka: IBBL.

IBBL, Islami Bank Bangladesh Limited. 2018. *Cash waqf account form*. Dhaka: IBBL.

Ibn 'Abd al-Bar, Abū 'Umar. 1407H. *Al-Kafī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn 'Ābidīn, Muhammad Amīn Ibn 'Umar. 1984. *Radd al-Muhtār 'Ala al-Durr al-Muhtār*. Beirut: 'Ālim al-Kutub.

Ibn al-Humām, Kamāl al-Dīn Muhammad Ibn ‘Abd al-Wāhid. 1415H. *Fath al-Qadīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Fāris, Abūl Hussain Ahmad. 1979. *Mu‘jam Maqāis al-Lugah*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad ʿAlī ibn Aḥmad ibn Saʿīd. ND. *Kitab al-Muhallā bi'l Athār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Manzūr, Muhammad Ibn Mukarram. 1956. *Lisan al-‘Aarab*. Beirut: Dār Sādir.

Ibn Muflih, Ibrāhīm Ibn Muhammad. 1997. *Al-Mubdi‘ Fī Sharh al-Muqni‘*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Nuzaim, Zain al-Dīn. 2002. *Al-bahr al-Rāeq*. India: Zakaria Book Dipu.

Ibn Qudāmah, ‘Abdullah Ibn Ahmed. 1421H. *Al-Muqnī‘*. Jeddah: Maktaba al-Wādī.

Ibn Qudāmah, ‘Abdullah Ibn Ahmed. 1968. *Al-Mugnī*. Cairo: Maktaba al-Qāhirah.

Ibn Rushd al-Jadd, Muhammad Ibn Ahmad. 1988. *Al-Bayān wa al-Tahsīl*. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī.

Ibn Taymiyyah, Taqiyyuddīn Abul ‘Abbās Aḥmad Ibn ‘Abdul Ḥalīm al-Ḥarrāī. 1995. *Majmu‘ al-Fatāwa*. Medina: King Fahad Complex for Quran Printing.

IIFA, International Islamic Fiqh Academy. 2004. Session 15. Decree 140 (6/15). http://www.iifa-aifi.org/2157.html. Retrieved on: 16/05/2018

Imber, Colin. 2011. “Min Waqf al-Manqūl Lada Muhammad al-Shaibanī ila Waqf al-Nuqūd Lada Abī al-Sa‘ūd al-Afindī”, *Majallah al-Awqāf*. Kuwait: Public Authority for Awqāf. Vol. 11, Issue 21.

Libā, Muhammad & Nuqāshī, Muhammad Ibrāhīm. 2009. “Nijām Waqf al-Nuqūd wa Dauruhu Fī Tanamiyyati al-Murāfiq al-Tarbuiyyah wa al-Ta‘limiyyah”. *Mutamar Qawānīn al-Awqāf*

wa Idāratihā : Waqāi‘ wa Tatallua‘t. International Islamic University Malaysia.

Mālik. Al-Imām Mālik Ibn Anas. 1324H. *Al-Mudawwana al-Kubra*. Riyadh: Ministry of Awqāf, KSA.

Mandeville, Jon E. 1979. "Usurious Piety: The Cash Waqf Controversy in the Ottoman Empire." *International Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 10, No. 3, P 289-308.

Mawāfī, Ahmad. 1993. *Taysīr al-Fiqh al-Jāmi‘ lil Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah li Shaikh al-Islām Ibn Taimiyyah*. Dammām: Dār Ibn al-Jawzī.

Mullā Khosrū, Muhammad Ibn Foramurz (Faramurz) Ibn 'Ali. ND. *Durar Al -Hukkām Fī Sharh Ghurar Al -Ahkām*. Beirut: Dār Ihya al-Turāth al-‘Arabī.

Mustafa, Ibrahim et all. 2004. *Al-Mu‘jam al-wasīt*. Cairo: Majamma‘ al-Lugah al-‘Arabiyyah.

Qal‘ajī, Muahmmad Rawās & Qunaibī, Muhammad Sādiq. 1988. *Mu‘jam Lughat al-Fuqahā’*. Beirut: Dār al-Nafāis.

Saifuddin, Farhah binti et all. 2014. “The Role Of Cash Waqf In Poverty Alleviation: Case Of MALAYSIA . Proceeding of *Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 4* (KLIBEL4), Vol. 1. 31 May – 1 June 2014, Pp 272-289.

Shaikhī Zādah, ‘Abdur Rahman Ibn Muhammad. 1998. *Majma‘ al-Anhar Sharh Multaqa al-Abhar*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

SIBL, Social Islami Bank Limited. *Annual Reports 2013, 2014, 2015, 2016, 2017*. Dhaka: SIBL.

SIBL, Social Islami Bank Ltd. 2015. *Cash Waqf*. Dhaka: Social Islami Bank Ltd.

SJIBL, ShahJalal Islami Bank Limited. *Annual Reports 2013, 2014, 2015, 2016, 2017*. Dhaka: SJIBL.